ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 60 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১৬ ● কলকাতা ● ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৯ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 23

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অথবা এরকম বলা যায় যে ঝরণার জলের সান্নিধ্যে চিত্ত ধুয়ে যাচ্ছিল। চিত্তও প্রতিদিন শুদ্ধ, আরও শুদ্ধ হচ্ছিল।

কিছু দিন বাদে বাদে গুরুদেব জঙ্গলে কন্দ-মূল (Root-Vegetable) সংগ্রহ করতে যেতেন এবং আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বিভিন্ন গাছের সম্বন্ধে তথ্য দিতেন। ঐ বৃক্ষের বিশেষত্ব বলতেন। তার ফলের সম্বন্ধে বলতেন। ঐ গাছের পাতার সম্বন্ধে বলতেন। ঐ পাতার কি গুণ তা বলতেন। তিনি কি বলতেন, সব কিছু বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তিনি যখন বলতেন তখন এরকম লাগত যে সারাজীবন তিনি এরকমই বলতে থাকুন আর সারাজীবন আমি এরকমই শুনতে থাকি।

ক্রমশঃ

দৈনিক সংবাদ পত্রের সম্পাদকের নিরাপত্তাহীনতা ! চিঠি গেল নবান্নে

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং

গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করতে এবার রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের টার্গেটে দৈনিক সংবাদপত্র 'রোজ দিন' এর সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-২ ব্লকের জীবনতলা থানার আঠারোবাকি গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকার হেদিয়ায় বাসিন্দা তিনি। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সাংবাদিক ও সম্পাদক এবং একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসাবে নিযুক্ত আছেন তিনি। কিন্তু একজন সাংবাদিক ও এক সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। হ্যাঁ ঠিক এরকমই অভিযোগ তুলে কড়া পদক্ষেপের দাবিতে এবার চিঠি গেল নবান্নে। জাতীয় সাংবাদিক সংগঠন 'সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম' এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মোঃ বাসিরুল হক তার লেখা একটি অভিযোগ পত্রে দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর লাগাতার হামলার অভিযোগ তুলে চিঠি দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী কে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে সম্প্রতি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপরে তার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ভাবে তাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। কখনো জমি দখল, কখনো পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া আবার তাকে গোপনে হত্যার চেষ্টাও করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে অবিলম্বে

এরপর ৩ পাতায়

কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালিত হলো ক্যানিং ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট স্কুলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজ ২২শে শ্রাবণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কবিগুরু স্মরণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম প্রয়াণ দিবস পালিত হলো ক্যানিং ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট স্কুলে। সমগ্র অনুষ্ঠানে আয়োজনে অংশগ্রহণ ছিলেন ক্যানিং মহকুমা তথ্য সংস্কৃত দপ্তর।বহু প্রতিভার এক আপন সত্ত্বার অধিকারী এই কবি তার প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন বিশ্ব দরবারে। পেয়েছিলেন বিশ্বকবির সম্মান। তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তার স্মরণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পালিত হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়ান দিবস । উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক আইনুল হক, এছাড়াও ছিলেন সুন্দরবন বিষয়ের গবেষক ও সমাজসেবী ক্ষিতীশ বিশাল , স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বদেশ রায় মহাশয় । অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে প্রদীপ উজ্জলন অতিথি সংবর্ধনা ও বিশিষ্ট অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিশুমনে প্রতিভাকে তুলে ধরেছিলেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে , যেমন ছিল নৃত্য, আবৃত্তি , সহ শিশুদের কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত। ঝিরিঝিরি বর্ষার মধ্য দিয়ে প্রায় চার ঘন্টা পালিত হলো কবিগুরুর স্মরণে প্রয়ান দিবস । আর এই সংবাদটি পরিবেশন করতে গিয়েই মনে পড়ছে সেই রবি ঠাকুরের বর্ষার আবেগ দিয়ে লেখার কিছু কথা।

কবিগুরুর প্রিয় ঋতু ছিল বর্ষা। অজস্র রচনায় বাংলার বর্ষাকে তিনি অনিন্দ্যসৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আজ ২২ শ্রাবণ বুধবার তার ৮৪তম প্রয়াণ দিবস। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে এই বর্ষা ঋতুতেই চিরবিদায় নেন কবি। কবিগুরুকে স্মরণ করতেই হলে এ কথাটুকু বলতে হবে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় তার 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বলা হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রধান উপজীব্য ছিল জীবনানুভূতি যেখানে বাঙালির জাতিসত্তা, আশা-আকঙ্খা-নিরাশার আবেদনগুলো স্পষ্টভাবে ওঠে এসেছে। এটি এমন প্রবলভাবে এসেছে যে তিনিই হয়ে ওঠেছেন বাঙালির জাতিসত্তা ও বোধের এক অপার আধার।

ফালাকাটা-ধূপগুড়ি জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা,মৃত চালক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

গাছে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে পিকাপ ভ্যান,মৃত চালক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা-ধূপগুড়ি জাতীয় সড়কের বগরিবাড়িতে ঘটে এই দুর্ঘটনা। পণ্যবোঝাই একটি পিকাপ ভ্যান ফালাকাটা থেকে ধূপগুড়ির দিকে যাচ্ছিল।বগরিবাড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকাপটি ধাক্কা মারে রাস্তার ধারে একটি গাছে। তারপর সেখান থেকে গাড়িটি পালটি খেয়ে পড়ে যায় নয়ানজুলিতে। মাঝরাতে সড়ক দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয়দের। স্থানীয়রা রাস্তায় এসে দেখেন আলু বোঝাই একটি পিকাপ ভ্যান নয়ানজুলিতে পড়ে আছে। গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে গেছে। তখনও গাড়ির ভেতরে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাতরাচ্ছিলেন চালক। কিন্তু এমনভাবেই গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যে স্থানীয়রা নানাভাবে চেষ্টা করেও গুরুতর জখম চালককে উদ্ধার করতে পারছিলেন না। রাতেই খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। পরে ঘটনাস্থলে আসে একটি ক্রেন। দুর্ঘটনার তিন ঘন্টা পর ভোরবেলা ক্রেন দিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করতে পারে পুলিশ। চালককেও উদ্ধার করা হয়। তবে গাড়ির চালককে পরে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে,মৃত চালকের নাম মদন শীল। বাড়ি ফালাকাটার রাইচেঙ্গায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে,গাড়ি চালানোর সময় চালকের চোখে ঘুম চলে এসেছিল। সেজন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

(১ম পাতার পর)

দৈনিক সংবাদ পত্রের সম্পাদকের নিরাপত্তাহীনতা ! চিঠি গেল নবান্নে

সরকারি ভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ও সেই সঙ্গে তার উপরে ঘটে চলা সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। আর বিরোধীদের মতো এদিনও ঐ চিঠিতে রাজ্য পুলিশের উপরে ক্ষোভ উগ্রে দিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে সিআইডি তদন্তের দাবিও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সংগঠনেরপক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে যদি এবিষয়ে অবিলম্বে রাজ্য প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে তারা আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

আর এবিষয়ে দৈনিক সংবাদ পত্র 'রোজ দিন' এর সম্পাদক তথা 'সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম' এর সর্বভারতীয় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,' দীর্ঘ দিন ধরে আমার উপরে ঘটে চলা একের পর এক অন্যায় অত্যাচারের একটায় মূল কারণ,আমাদের মতো যে সব সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যম নিরাপেক্ষ ভাবে সমাজের বর্তমান চিত্রটা তুলে ধরছি, তাদের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা! তবে যদি সত্যের পথে থেকে জীবনও দিতে হয় আমার, তাতেও আমি এই রাজনৈতিক দালাল ও এই সমাজ বিরোধীদের কাছে মাথানত করবো না। যা আমি আমার এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের সাংবাদিক কেরিয়ারে করিনি আর করবোও না। তবে এই অপরাধীদের কেও একেবারে ছেড়েও দেবো না, দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তে এবং আমার কলমের জোরে এলড়াই আমি চালিয়ে যাবো।' সেই সঙ্গে তিনি আরো বলেন যে,আমি অবাক হয়ে যায় হাইকোর্টের নির্দেশ থাকার পরেও রাজ্য প্রশাসন কেন আমার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছে না!তাহলে কি এরাজ্যের সমস্ত কিছু, আগা থেকে গড়া সবই দল দাসে পরিণত হয়েছে? এর উত্তর কিন্তু দিতে হবে রাজ্য প্রশাসন কে।" আর মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সুরে সুর মিলিয়ে 'সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম' এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মোঃ বাসিরুল হক জানান, "আমরা অপেক্ষায় আছি আমার চিঠির উত্তরের!তার পর যদি এবিষয়ে আমাদের সন্তুষ্ট জনক উত্তর না আসে তাহলে এরাজ্যের মানুষ দেখবে যে সাংবাদিকদের কলমের জোর কতটা! অনেক হয়েছে আর নয়! দিকে দিকে আমরা দেখছি আমাদের সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের মতো নিরাপেক্ষ সাংবাদিকদের উপরে হামলা চালানো হচ্ছে যা গণতন্ত্র বিরোধী। এটা চলতে পরে না। আমরা কিছু দিনের মধ্যে যদি এই চিঠির যথাযথ উত্তর না আসে তাহলে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সমগ্র দেশ জুড়ে সাংবাদিকরা আন্দোলনে নামবো।" আর সাংবাদিক মহলের এই হুঁশিয়ারির পরে এখন নজর নবান্নের দিকে—এই চিঠির কী জবাব আসে, সেটাই দেখার বিষয়। সাংবাদিকদের স্বাধীনতা খর্ব করা মানেই তো গণতন্ত্রকে আক্রমণ করা—এবং তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি।

১০০ কোটির চিটফান্ড! খড়দহ থেকে পালিয়ে গিয়েও হুগলি থেকে গ্রেফতার ৩

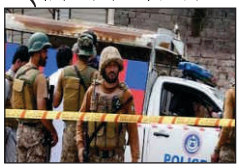

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বড় রিটার্নের টোপ দিয়ে বাজার থেকে তুলেছিল প্রায় ১০০ কোটি টাকা। আগেই ধরা পড়েছিল এক অভিযুক্ত। শেষ পর্যন্ত পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার আরও ৩। গ্রেফতারের খবর চাউর হতেই বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ল রহড়া থানা। গোটা থানা ঘেরাও করে ফেললেন আমানতকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়।শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক আমানতকারী বলেন, "৫ থেকে ৭ বছর ধরে টাকা রাখছিলাম। আমি প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা রেখেছিলাম। পরশু থেকে ওদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল। আজ শুনেছি পুলিশ ওদের গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বলছে আমাদের আবেদন করতে। তারপর টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে।" অভিযোগ, খড়দহ পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাতুলিয়া বাজারে বহু মানুষের থেকে টাকা তুলেছিল এলাকারই চার যুবক। পরে জানা যায় আসলেই সেটা চিটফান্ড। জানা মাত্রই টাকা চাইতে শুরু করেন আমানতকারীরা। কিন্তু ততক্ষণে চম্পট দিয়েছে ওই যুবকের দল। রহড়া থানায় দায়ের হয় অভিযোগ। জোরদার অ্যাকশন শুরু করে পুলিশ। ট্র্যাক করা হয় মোবাইলের নম্বর। তাতেই মেলে সাফল্য।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন হুগলি থেকে বিজন পাল,সুজন পাল ও উত্তম পাল নামে তিন যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। আগেই গ্রেফতার হয়েছিল অভিযুক্ত রূপম পাল। তাঁকে জেরা করেও বেশ কিছু সূত্র হাতে এসেছিল পুলিশের। এদিকে গ্রেফতারির খবর চাউর হতেই অনেক আমনতকারী জড়ো হতে শুরু করেন থানার সামনে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবির পাশাপাশি দ্রুত তাঁদের টাকা ফেরতের দাবিতে চলতে থাকে বিক্ষোভ।

স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহে আগ্রহ বাড়াতে ভারতীয় ডাক বিভাগ ঘোষণা করল দীন দয়াল SPARSH যোজনা, ২০২৫

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ডাক বিভাগ ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য "দীন দয়াল S P A R S H যোজনা" (Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby)-এর ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহকে একটি শিক্ষামূলক কার্যকলাপ হিসেবে উপস্থাপিত করা এবং ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার ঐতিহ্য সম্পর্কে সকলকে অবগত করা ।

স্কলারশিপ বা বৃত্তির জন্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে:

প্রথম ধাপ: আঞ্চলিক স্তরে একটি লিখিত ডাকটিকিটসংগ্রহ কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে, যেটি প্রাথমিক বাছাইয়ের ভিত্তি হবে।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রথম ধাপে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের একটি ডাকটিকিটসংগ্রহ প্রকল্প জমা দিতে হবে। এই প্রকল্পের নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

নির্বাচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ₹ ৬,০০০ টাকার স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

যোগ্যতা:

ছাত্র-ছাত্রীকে শ্রেণি VI, VII, VIII বা IX-এ অধ্যয়নরত হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ফিলাটেলি ক্লাবের সদস্য হতে হবে অথবা ভারতীয় ডাক বিভাগের ফিলাটেলি ডিপোজিট অ্যাকাউন্টধারী হতে হবে।

সর্বশেষ বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৬০% নম্বর বা সমতুল্য গ্রেড অর্জন করতে হবে।

আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র পূরণ করে অবশ্যই ২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

অসম ও ত্রিপুরার জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অসম ও ত্রিপুরার জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজের চলতি কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্পে ৪ টি নতুন ক্ষেত্রে ৪,২৫০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। এই অনুমোদিত অর্থের মধ্যে রয়েছে অসমের জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম তথা এলাকাগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৫০০ কোটি টাকা। এছাড়াও উত্তর কাছাড় পাহাড় স্বশাসিত পরিষদের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৫০০ কোটি টাকা। অসমের সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৩,০০০ কোটি টাকা। এছাড়াও ত্রিপুরার জনজাতিদের উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকা।

এই ৪ টি নতুন ক্ষেত্রে ৭,২৫০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে স্থির হয়। এর মধ্যে চলতি কেন্দ্রীয় প্রকল্প খাতে অনুমোদিত অর্থ ৪,২৫০ কোটি টাকা। বাকি ৩,০০০ কোটি টাকা অসমের রাজ্য সরকার বহন করবে। কেন্দ্রের এই বরাদ্দ অর্থ আর্থিক বছর ২০২৫ -২৬ থেকে শুরু করে ২০২৯-৩০ পর্যন্ত অসমের জন্য ৫ বছরের, অন্যদিকে ২০২৫-২৬ অর্থ বছর থেকে শুরু করে ২০২৮-২৯ পর্যন্ত ত্রিপুরার জন্য চার বছরের। ভারত সরকার, অসম ও ত্রিপুরার রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জনজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চুক্তি মোতাবেক এই অর্থ অনুমোদিত হল।

এতে এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং জীবন ও জীবিকা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে মহিলাদের দক্ষতা বিকাশ, তাদের আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি এবং স্থানীয় উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়াও এর মাধ্যমে সুস্থিতি রক্ষা এবং মূল স্রোতে থাকা নানা কারণে প্রভাবিত সম্প্রদায়গুলিও উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য অসম এবং ত্রিপুরাকে ঘিরে। সেখানকার প্রান্তিক বা বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায় যারা বিভিন্ন চলতি সরকারি প্রকল্পগুলিতে যথাযথ সুবিধা পান নি তাদের দিকে তাকিয়ে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষার প্রসার এবং যুব সম্প্রদায় ও নারীদের দক্ষতা বিকাশ সম্ভব হবে, তাদের জীবন জীবিকার উন্নতি হবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চৌদ্দতম পর্ব)

সন্তান-সন্ততির জন্য মা মনসার পূজা করা হয়। মনসা মূলত একজন আদিবাসী দেবতা। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজেও মনসা পূজা প্রচলন লাভ করে। বর্তমানে মনসা আর আদিবাসী দেবতা নন, বরং তিনি একজন হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁকে নাগ বা সর্পজাতির পিতা কশ্যপ ও মাতা কদ্রুর সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আমরা কল্পতরু আর কল্পনা যাই বলি না কেন মনের বিশ্বাস এই জন্ম নিয়েছে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহে আগ্রহ বাড়াতে ভারতীয় ডাক বিভাগ ঘোষণা করল দীন দয়াল SPARSH যোজনা, ২০২৫

আঞ্চলিক দফতরে স্পিড পোস্ট, রেজিস্টার্ড পোস্ট অথবা নিজে হাতে জমা দিতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানো যাবে নিচের যেকোনো এক ঠিকানায়:

পোস্টমাস্টার জেনারেল, কলকাতা রিজিয়ন, কলকাতা – ৭০০০১২

পোস্টমাস্টার জেনারেল, দক্ষিণ বঙ্গ রিজিয়ন, কলকাতা – ৭০০০১২

পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তর বঙ্গ রিজিয়ন, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১

পোস্টমাস্টার জেনারেল, সিকিম রাজ্য, গ্যাংটক – ৭৩৭১০৩

পোস্টমাস্টার জেনারেল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বিভাগ, পোর্ট ব্লেয়ার – ৭৪৪১০১

প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা ও আবেদনপত্রের কাঠামো ভারতীয় ডাক বিভাগের সরকারি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

বস্তুত, দীন দয়াল SPARSH যোজনা দেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পালযুগ, একাদশ শতকের বজ্রযোগিনী মণ্ডলের বজ্রবর্ণনী বা বজ্রবৈরোচনী। Fitchburg মিউজিয়ামে রক্ষিত। যদিও মিউজিয়ামে একেই বজ্রযোগিনী বলা হয়েছে।

বজ্রযোগিনী, তিব্বতী চিত্র।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদন

কলকাতা, ৮ আগস্ট, ২০২৫

রাজ্যসভায় সাংসদ শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামনাথ ঠাকুর আজ জানান যে পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদন ২০২২-২৩ সালে ১৫৪.৮৪ লক্ষ টন থেকে ২০২৩-২৪ সালে ১৫৬.৮৭ লক্ষ টন এবং ২০২৪-২৫ সালে (তৃতীয় অগ্রিম হিসাব অনুযায়ী) ১৬৪.৯১ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এই সময়ে উত্তরপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ধান উৎপাদনে বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদক রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, মাটির স্বাস্থ্য, মানসম্পন্ন বীজ ও সার সরবরাহের মতো সমস্যার মোকাবিলায় রাজ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি খরিফ ও রবি মৌসুমের আগে বীজের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্যতা পর্যালোচনার জন্য কৃষি মন্ত্রক, রাজ্য কৃষি দপ্তর, জাতীয় বীজ কর্পোরেশন, আইসিএআর প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে জোনাল সিডস রিভিউ মিটিং বা পর্যালোচনা বৈঠক আয়োজন করা হয়। রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন ধান বীজ মজুত ছিল।

গত দুই বছর ও বর্তমান খরিফ-২০২৫ মৌসুমে পশ্চিমবঙ্গে মানসম্পন্ন ধান বীজের চাহিদা ও প্রাপ্যতা:

বছর	চাহিদা (লক্ষ কুইন্টাল)	প্রাপ্যতা (লক্ষ কুইন্টাল)	উদ্বৃত্ত
২০২৩-২৪	১১.৬৬৮	১৪.৪৫৮	২.৭৯০
২০২৪-২৫	১১.৯৩২	১৪.৭৭৪	২.৮৪২
খরিফ-২০২৫	৭.৮৮৫	৮.০২০	০.১৩৫

মন্ত্রী বলেন, তপসিলী জাতি উপ পরিকল্পনা ও উপজাতি উপ পরিকল্পনা অনুসারে, বীজ বিতরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আইসিএআর-সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআরআরআই), কটক কুচবিহারে প্রায় ৭০০ কৃষককে ১০ টন জলবায়ু সহনশীল ও উচ্চফলনশীল ধান বীজ বিতরণ করেছে। বর্ধমান ও হুগলিতে প্রায় ১৫০ কৃষককে সিআর ধান ৩১২ ও সিআর ধান ৮০১ জাতের ৩ টন বীজ দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় প্রায় ১,০০০ কৃষককে ১৫ টন উন্নত জলবায়ু সহনশীল জাতের বীজ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সিআর ধান ৮০৭, সিআর ধান ৮০৪, সিআর ধান ২১৪, সিআর ধান ৩২০ এবং সিআর ধান ৩১২ জাত। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ০.৭ টন লবণাক্ততা জমি সহনশীল জাতের প্রদর্শনী হয়েছে।

সরকার রাজ্যের চুচুড়া ও বর্ধমানের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সিআরআরআই-এর সহযোগিতায় কাজ করছে। এই কেন্দ্রে সিআর ধান ৩২০, ৩২১ ও ৩১২ জাতের প্রজনন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। মালদায় সিআর ধান ৩২০ জাত ৩,০০০ একরে প্রদর্শন করা হয়েছে।

সরকার সুসংহত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রচার করছে। এতে, রাসায়নিক সার, জৈব সার এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন জৈব উপাদান সুষমভাবে ব্যবহার করা হয়। মাটি পরীক্ষা করে এই প্রয়োগ করা হয় যাতে মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ইউরিয়ার সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য প্রতি ৪৫ কেজি ব্যাগ ₹২৪২ নির্ধারণ করা হয়েছে। নীম প্রলেপ ও জিএসটি সহ এই দাম ₹২৬৬।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মিশন পশ্চিমবঙ্গসহ ২৮টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চাল, গম ও ডাল উৎপাদন বাড়াতে কাজ করছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের রেল প্রকল্পগুলির অগ্রগতি

কলকাতা, ৮ আগস্ট, ২০২৫

আজ রাজ্যসভায় সাংসদ শ্রীমতী মৌসম বি নূরের একটি লিখিত প্রশ্নের জবাবে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৪,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দসহ জুন ২০২৫-এ ঘোষিত নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা করিডোর উন্নয়ন এবং চিকেনস নেকে চার লাইনের রেল প্রকল্পের অগ্রগতি, ১৯০ কিমি যোগবনি (বিহার) - বিরাটনগর - নিউ মাল জংশন (পশ্চিমবঙ্গ) রেলপথের চূড়ান্ত সমীক্ষার অবস্থা ও জমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য ব্যয়, সেবক-রংপো ব্রডগেজ লাইনের জন্য বন দপ্তরের ছাড়পত্র এবং দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় বনসৃজনের অগ্রগতি ও পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত গতি শক্তি মাল্টিমোডাল কার্গো টার্মিনালগুলির সংখ্যা ও সেগুলির চালু হওয়ার সম্ভাব্য সময়সূচি সম্পর্কে রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করেন:

নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা করিডোর উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ:

১. আলুয়াবাড়ি - নিউ জলপাইগুড়ি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন (৫৭ কিমি)

২. আলুয়াবাড়ি - ঠাকুরগঞ্জ ডাবলিং (২০ কিমি)

নতুন সমীক্ষার মাধ্যমে DPR তৈরির জন্য অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ:

১. মালদা টাউন - কুমেদপুর তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন (৬১ কিমি)

২. কুমেদপুর - আলুয়াবাড়ি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন (১১৬ কিমি)

৩. ঠাকুরগঞ্জ - শিলিগুড়ি ডাবলিং (৫৭ কিমি)

মন্ত্রী বলেন, বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্প অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকার, অন্যান্য অংশীদারদারদের সঙ্গে আলোচনা এবং নীতি আয়োগ ও অর্থ মন্ত্রকের অনুমোদন

এরপর ৬ পাতায়

আগামী প্রজন্মের জন্য বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য উদ্ভাবন- দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছবার লক্ষ্যে কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পড়ুয়াদের উদ্দেশে 'একদিন বিজ্ঞানী হিসেবে কাটাবার' যে আহ্বান রেখেছিলেন, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে স্বাস্থ্য গবেষণা দপ্তর এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) ৭ ও ৮ অগাস্ট, ২০২৫ দেশব্যাপী এক কর্মসূচি নেয়। এর নাম দেওয়া হয় শাইন। এর আওতায় পরবর্তী প্রজন্মকে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কাজ করার উৎসাহ দেওয়া হয়।

১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৯টি জেলার ৩০০টিরও বেশি স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ১৩,১৫০ জন পড়ুয়াকে বিভিন্ন আইসিএমআর প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের স্বাস্থ্য ও বায়োমেডিক্যাল গবেষণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য, গবেষণা দপ্তরের সচিব এবং আইসিএমআর-এর মহানির্দেশক ডঃ রাজীব বাহাল অনুষ্ঠানে বলেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে এ এক অনন্য প্রয়াস। যারা আজ আইসিএমআর-এ এসেছে, তারা নিছক ঘুরতে আসেনি, ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠার আমন্ত্রণ তাদের জন্য রইলো। পড়ুয়াদের সব কিছু ঘুরে দেখে প্রশ্ন করার এবং বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি। কৌতুহল, প্রমাণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা- এই তিনটি উপাদানের মধ্যে দিয়ে বিকশিত ভারতের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এই কর্মসূচির আওতায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাগারে ঘোরানো হয়, গবেষণা সংক্রান্ত প্রদর্শনী, পোস্টার ও ভিডিও দেখানো হয়, বিভিন্ন চলতি বৈজ্ঞানিক কাজের সম্পর্কে জানানো হয়। আইসিএমআর-এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পায় পড়ুয়ারা। এই অভিজ্ঞতাকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে ডঃ কিউরিও নামে একটি ম্যাসকট-ও পড়ুয়াদের সঙ্গে সারাদিন ছিল।

পড়ুয়ারা আইসিএমআর-এর প্রধান কাজকর্ম নিয়ে ৪টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র দেখে। এগুলি হল, ভারতের দেশীয় টিকা, কো-ভ্যাকসিনের আবিষ্কার, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য আই ড্রোন উদ্যোগ, ভারতের যক্ষ্মা নির্মূলকরণ প্রয়াস এবং ভবিষ্যতের অতিমারীর মোকাবিলায় দেশ জুড়ে বিশানু যুদ্ধ অভ্যাস শীর্ষক মহড়া।

৮ অগাস্ট হল আইসিএমআর-এর প্রাক্তন মহানির্দেশক, বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ ভুলিমিরি রামালিঙ্গস্বামী-র ১৪০-তম জন্মবার্ষিকী। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গবেষকদের প্রাণিত করবে।

(৫ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গের রেল প্রকল্পগুলির অগ্রগতি

প্রয়োজন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই নির্দিষ্ট সময়সীমা বলা সম্ভব নয়।

বাজেট বরাদ্দ (পশ্চিমবঙ্গে):

২০০৯-২০১৪: ₹৪,৩৮০ কোটি / বছর

২০২৫-২৬: ₹১৩,৯৫৫ কোটি (৩ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি)

সদ্য সম্পন্ন প্রকল্পসমূহ:

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, দৈর্ঘ্য ও খরচের বিবরণ দেওয়া হয়েছে (যেমন: লালগোলা-জিয়াগঞ্জ, কৃষ্ণনগর-বেথুয়াডহরি, নিউ কোচবিহার-গুমানিহাট ইত্যাদি)।

চলতি প্রকল্পসমূহের তালিকা:

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে নবদ্বীপঘাট-নবদ্বীপধাম, দেশপ্রাণ-নন্দীগ্রাম, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর, কাহালগড়-আদিত্যপুর ইত্যাদি।

জমি অধিগ্রহণের অবস্থা:

মোট প্রয়োজনীয় জমি: ৪৫৬৪ হেক্টর

অধিগৃহীত জমি: ১০৯৪ হেক্টর (২৪%)

বাকি জমি: ৩৪৭০ হেক্টর (৭৬%)

জমি অধিগ্রহণের কারণে বিলম্বিত প্রকল্পসমূহের উদাহরণ:

নবদ্বীপঘাট-নবদ্বীপধাম: ১০৬.৭১ হেক্টর জমি, অধিগ্রহণ হয়নি

সাঁইথিয়ায় বাইপাস (৫ কিমি): ২২.২৮ হেক্টর জমি, অধিগ্রহণ হয়নি

দেশপ্রাণ-নন্দীগ্রাম: ৭৮.৫১ হেক্টর জমি, অধিগৃহীত ৬৫.৯৬ হেক্টর, বাকি ১২.৫৫ হেক্টর

মোট অনুমোদিত প্রকল্প (১ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত):

মোট প্রকল্প: ৪২টি (নতুন লাইন ১২, গেজ পরিবর্তন ৪, ডাবলিং/মাল্টিট্র্যাকিং ২৬)

মোট দৈর্ঘ্য: ৪,৪০২ কিমি, ব্যয় হবে ৬৭,৯৯১ কোটি টাকা

সম্পন্ন: ১,৭০২ কিমি

মোট ব্যয় (মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত): ₹২৩,৪১০ কোটি

আন্তর্জাতিক প্রকল্প:

যোগবানি-বিরাটনগর (নেপাল) (১৯ কিমি): নির্মাণাধীন

বিরাটনগর-নিউ মাল জংশন (১৯০ কিমি): FLS অনুমোদিত

সেবক-রংপো প্রকল্প:

দৈর্ঘ্য: ৪৪ কিমি (৩৯ কিমি সুড়ঙ্গ)

প্রকল্প খরচ: ₹১১,৯৭৩ কোটি

খরচ হয়েছে (মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত): ₹৮,৩৫৮ কোটি

২০২৫-২৬ সালের বরাদ্দ: ₹২,৯৪০ কোটি

ইতিমধ্যে ৩২ কিমি সুড়ঙ্গ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে

উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে: হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে নির্মাণ; ভূতাত্ত্বিক ও ভূসংস্থানগত সমস্যা, বন দপ্তরের অনুমোদন ইত্যাদি।

গতি শক্তি মাল্টিমোডাল টার্মিনাল (GCT):

সম্পন্ন: ৩টি

অনুমোদিত: ২১টি (in-principle approval)

চালু হওয়ার সময়সীমা: ইএসপি অনুমোদনের ২৪ মাসের মধ্যে

বস্ত্র শিল্পে বর্জ্যের পরিমাণ কমানো ও তার পুনর্ব্যবহার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৩০.০৩.২০২৫ তারিখে ১২০ তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে বস্ত্র শিল্পে বর্জ্যের বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেছিলেন, এই বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারে টেক্সস্টাইল রিকভারি ফেসিলিটিস (টিআরএফএস) বিভিন্ন স্টার্টআপ সংস্থা কাজ করছে।

বস্ত্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ নিয়ে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয় কি পরিমাণ বর্জ্য এই বস্ত্র শিল্পে উৎপাদিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্টার্টআপ এবং অপ্রচলিত ক্ষেত্রগুলি এই বর্জ্য নিয়ে কি জাতীয় মূল্য শৃঙ্খল গড়ে তুলছে।

বস্ত্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পরিবেশ গত, সামাজিক ও পরিচালনগত (ইএসজি) একটি বহুপাক্ষিক মঞ্চ গড়ে তোলা হয়। এর উদ্দেশ্য হল বস্ত্র শিল্পকে ঘিরে মূল্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা, সেই সঙ্গে পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই বস্ত্রশিল্পের বর্জ্যের নেতিবাচক প্রভাব যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং ডিপিআইআইটি-র সঙ্গে যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে ২০২৪ সালে টেক্সস্টাইল স্টার্টআপ গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হল বস্ত্র শিল্পে বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারকে ঘিরে মূল্য শৃঙ্খল রচনা। ৯ জন প্রতিযোগী স্বীকৃতি পান এবং তাদেরকে ভারত টেক্স ২০২৫ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার সঙ্গে যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে নানাবিধ পাইলট প্রজেক্ট প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। যার মূল লক্ষ্য হল বস্ত্রশিল্পে বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মার্গারিটা।

সিনেমার খবর

বড় বোনের বিচ্ছেদ নিয়ে কারিনার স্পষ্ট বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড তারকাদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। বিশেষ করে বিচ্ছেদের মতো স্পর্শকাতর বিষয় যখন সামনে আসে, তখন তা নিয়ে আলোচনা আরও তুঙ্গে ওঠে। এমনই এক সময়ের সাক্ষী ছিল কাপুর পরিবার, যখন কারিশমা কাপুর ও সঞ্জয় কাপুরের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মিডিয়া এবং ভক্তমহল।

২০১৬ সালে কারিশমা যখন এক কঠিন সময় পার করছিলেন, তখন তার সবচেয়ে বড় সহায় হয়ে পাশে ছিলেন ছোট বোন কারিনা কাপুর। যদিও সেই সময় কারিনার কাছ থেকেও বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, তিনি একেবারেই নীরব ছিলেন। কোনও বিবৃতি না দিয়ে পরিস্থিতিকে সম্মান জানিয়েই পেছনে থেকে শক্তি জুগিয়েছেন দিদিকে।

এক পর্যায়ে কারিনা বলেছিলেন, ‘এটা খুবই ব্যক্তিগত বিষয়। আমি বা কারিশমা, কেউই এ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইনি। দিদির পাশে আমি কীভাবে থাকব, সেটা নিয়ে কারও ভাবার কথা নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘দিদি একজন সেলিব্রিটি। ওকে নিয়ে মানুষ আগ্রহ দেখাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আমরা সেটাকে সম্মান করি। তবে কারিশমার জীবন নিয়ে যারা এত আলোচনা করেছেন, তাদের অনেকেই প্রকৃত সত্যটা জানেন না।’

ফের আইনি নোটিশ পেলেন রিয়া চক্রবর্তী

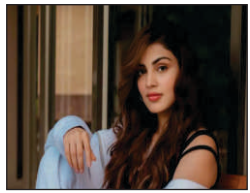

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি বছরে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, সুশান্ত আত্মহত্যাই করেছিলেন। এই মৃত্যুকে ঘিরে দেশজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল।

অভিযোগের মুখে পড়েছিলেন অভিনেতার প্রাক্তন প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী। মাদক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়, যার জেরে ২৭ দিন কারাবাসে থাকতে হয়েছিল তাকে। পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

তবে জামিন পাওয়ার পর আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, রিয়া দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। কিন্তু সিবিআইয়ের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা পড়ার পর আদালতের সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ফের রিয়ার বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করল আদালত। এই নোটিশটি আইনি প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যাতে কোনও মামলায় তদন্তকারী সংস্থার ‘ক্লোজার রিপোর্ট’-এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার সুযোগ থাকে অভিযোগকারীর।

সুশান্তের মৃত্যুর পর রিয়া তার দুই দিদি প্রিয়াঙ্কা সিং ও মিতু সিং এবং চিকিৎসক ডা. তরুণ নাথু রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। তার দাবি, এই তিনজন চিকিৎসকের তদারকি ছাড়াই সুশান্তকে মানসিক রোগের ওষুধ সংগ্রহে সাহায্য করতেন।

রিয়ার অভিযোগ, সুশান্ত বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন। তা সত্ত্বেও দিদিরা প্রায়শই তার ওষুধ বন্ধ করে দিতেন এবং টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই নতুন ওষুধের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি, কখনও কখনও জাল প্রেসক্রিপশনও তৈরি করা হতো বলে দাবি করেছেন রিয়া চক্রবর্তী।

মুক্তির আগেই বক্স অফিসে ‘কিংডম’ ঝড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছবির ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই অনুরাগীদের মনে উত্তেজনার পারদ ছিল তুঙ্গে। সেইদিন থেকেই অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন সবাই। নতুন ছবি ‘কিংডম’ ইতিমধ্যেই দর্শকমহলে বিস্তর সাড়া ফেলেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে অনুযায়ী, টিকিট বুকিং শুরু হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ৩০ হাজার আসন বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না এই ছবি ঘিরে কতটা উৎসাহী অনুরাগীরা।

অনলাইন টিকিট বুকিং শুরু হতেই দেশের প্রায় সব বড় টিকিট বিক্রি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন্ডিংয়ে উঠে আসে ‘কিংডম’। সুপারস্টারের আগের সাম্প্রতিক কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে সেভাবে সাফল্যের মুখ না দেখলেও এবার কিংডম যে তার কামব্যাক ছবি হতে চলেছে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট। শুধু দেশেই নয়, বিদেশের বাজারেও ‘কিংডম’-এর আগাম বুকিং বেশ চোখে পড়ার মতো। আন্তর্জাতিক স্তরে অনুরাগীদের এই উত্তেজনা দেখে ছবি নির্মাতারা ৩০ জুলাই এক বিশাল প্রিমিয়ার শো আয়োজন করতে চলেছে।

‘কিংডম’ এক গ্যাংস্টার ড্রামা, যা দুই ভাইয়ের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে লেখা। সংলাপ, আবহ এবং অ্যাকশন—সব মিলিয়ে ছবি ঘিরে আগ্রহ দ্বিগুণ হয়েছে দর্শকদের। ‘কিংডম’ প্রযোজনা করছে জনপ্রিয় ব্যানার সিতারা এন্টারটেইনমেন্টস, পরিচালনায় রয়েছেন গৌতম তিন্নানুড়ি।

ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, পরিচালক ও প্রযোজক—দুজনেই ছবির সফলতা নিয়ে ভীষণ আশাবাদী। এই ছবি যে বিজয় দেবেরাকোন্ডার কেরিয়ারে এক মাইলস্টোন হতে চলেছে তা এক কথায় বলাই চলে।

ম্যানসিটি ছেড়ে ১৫ বছরের বিরতি নেবেন গার্দিওলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে দুই বছরের নতুন চুক্তি করেছেন পেপ গার্দিওলা। যে চুক্তি শেষ হবে ২০২৭ সালের জুনে। কিছু সংবাদ মাধ্যম মধ্যে দাবি করেছিল, সিটিজেনদের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করায় সংসার ভাঙতে বসেছিল স্প্যানিশ কোচের।

সংসার বাঁচাতে ম্যানসিটি কোচ গার্দিওলা কোচিং ক্যারিয়ারের ইতিটানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, ম্যানসিটির সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর তিনি কোচিং থেকে বিরতি নিবেনে। যে বিরতি ১৫ বছরেরও হতে পারে।

এছাড়া তার বার্সেলোনার ডাগ আউটে ফেরার সম্ভাবনা নেই বলেও উল্লেখ করেছেন। সাবেক বার্সেলোনা ও স্পেন জাতীয় দলের মিডফিল্ডার গার্দিওলা জানিয়েছেন, তার ক্যারিয়ারে বার্সা অধ্যায়ে ফুলস্টপ পড়ে গেছে।

জিকিউ'কে গার্দিওলা বলেন, 'আমি জানি, ম্যানসিটির সঙ্গে চুক্তি শেষে আমি বিরতি নেব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, বলা ভালো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। জানি না, কত দিনের বিরতি নেব। এটা এক, দুই, তিন এমনকি ১৫ বছরেরও হতে পারে। কারণ আমার একটু থামা দরকার। নিজের দিকে, শরীরের দিকে ফিরে তাকানো উচিত।'

ম্যানসিটির দায়িত্ব শেষে কাতালুনিয়ায় ফিরবেন গার্দিওলা। যেখানে তার পরিবার থাকেন। যার অর্থ পরিবারের সঙ্গে থেকে বার্সার ডাগ আউটে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকবে তার সামনে। কিন্তু পেপ জানিয়ে দিয়েছেন বার্সার কোচ আর হবেন না তিনি। এমনকি বার্সার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যও কখনো লড়বেন না।

বার্সেলোনা ও বায়ার্নের পর ম্যানসিটির দায়িত্ব নেওয়া গার্দিওলা বলেন, 'এই অধ্যায় (বার্সা) শেষ, চিরদিনের জন্য। ওটা দারুণ একটা অধ্যায়, অতি চমৎকার। কিন্তু শেষ। (বার্সার প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো) অতো যোগ্য আমি নই।'

মান্ধানাকে টপকে শীর্ষে ফিরলেন সিভার-ব্রান্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে চমৎকার ইনিংসের পুরস্কার পেলেন ন্যাট সিভার-ব্রান্ট। স্মৃতি মান্ধানাকে হটিয়ে আইসিসি উইমেন'স ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ফিরলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

নারী ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ যথারীতি মঙ্গলবার প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

দুই ধাপ এগিয়ে ৭৩১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আছেন সিভার-ব্রান্ট। এক ধাপ পিছিয়ে ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছেন ভারতের ব্যাটার মান্ধানা। এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট। মান্ধানার চেয়ে তিনি পিছিয়ে আছেন ৩ পয়েন্ট।

ক্যারিয়ারে এই নিয়ে তৃতীয়বার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন সিভার-ব্রান্ট। এর আগে ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ও ২০২৪ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চূড়ায় ছিলেন তিনি।

৩২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার গত সপ্তাহে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে রান তাড়ায় খেলেন ১০৫ বলে ৯৮ রানের ইনিংস। যদিও ম্যাচটি ১৩ রানে হেরে যায় ইংল্যান্ড। সিরিজ হারে তারা ২-১ ব্যবধানে।

ওই ম্যাচে সেঞ্চুরি করে ভারতের জয়ের নায়ক হারমানপ্রিত কৌর র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন। ১০ ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন ভারতীয় অধিনায়ক।

মেয়েদের ওয়ানডে বোলার ও অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতো শীর্ষে আছেন যথাক্রমে ইংল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার সোফি এক্লেস্টোন ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি গার্ডনার।

আইপিএল ব্যর্থতায় দায়িত্ব হারালেন কেকেআর কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪-২৫ মৌসুমের আইপিএলে চূড়ান্ত ব্যর্থতার দায়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে বিদায় নিতে হলো। দীর্ঘ সমালোচনার পর অবশেষে বড় রদবদলের পথে হাঁটল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নাইটদের সঙ্গে কোচ হিসেবে পথচলার ইতি টানলেন পণ্ডিত। মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ।

কেকেআর এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত আর দলের হেড কোচ হিসেবে থাকছেন না। নতুন সুযোগ ও দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ২০২৪ সালে তাঁর অধীনেই কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। দলের সাফল্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমরা তাঁর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই। ধন্যবাদ চন্দু স্যার!'

২০২২ সালে নাইটদের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। তাঁর অধীনে ৫৬টি ম্যাচে মাঠে নামে কেকেআর, যার মধ্যে জিতেছে ২৮টি ম্যাচে। ২০২৪ সালে মেন্টর গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে কেকেআর শিরোপা জিতে নেয়, তবে সে সময় পণ্ডিত ছিলেন হেড কোচ।

চ্যাম্পিয়নশিপের পর গম্ভীর ভারতীয় দলের হেড কোচের দায়িত্ব নিয়ে নেন। ক্যাপ্টেন শ্রেয়াস আইয়ারকেও ছেড়ে দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। দলে জায়গা হারান ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্কের মতো ক্রিকেটাররাও। এরপর নতুন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের অধীনে চলতি মৌসুমে ব্যাটে-বলে ব্যর্থতার কারণে ১৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে টুর্নামেন্ট শেষ করে কেকেআর।

দলের ভেতর থেকেও পণ্ডিতের কোচিং স্টাইল নিয়ে অসন্তোষের খবর ছিল। দলের বেশ কিছু খেলোয়াড় তাঁর কড়া শাসন এবং রুটিন মেনে চলার পদ্ধতিকে মানিয়ে নিতে পারেননি বলেও একাধিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR